প্রচলিত বিশ্বাস, ধর্মীয় রিচুয়াল, এবং কিছু কথা

১।

এ আর্টিকলটি লিখতে প্রথম অনুপ্রেরণা যোগিয়েছেন মিঃ আলী সিনা (faithfreedom.org)। আলী সিনার লেখা আমি সবচেয়ে বেশী পড়ি এবং তার লেখার একজন ভক্ত ও বটে। ইংরেজীতে তার মত প্রাঞ্জল লেখা ইন্টারনেটে খুঁজে পাইনি। যেমন পাইনি বাংলাতে অভিজিৎ রায়ের মত প্রাঞ্জল লেখা। এক কথায়, He is the best eloquent writer I have ever seen in the Internet.

দ্বিতীয় অনুপ্রেরণা এসেছে জনাব জাহেদ আহমেদের সিরিজ আকারে লিখা 'জীবিত ইসলামের মৃত গৌরবের কথা' থেকে। যদিও আমি বিভিন্ন ওয়েব সাইট থেকে আগেই কিছুটা পড়ে নিয়েছিলাম তথাপি জাহেদ সাহেবের বাংলাতে আরো তথ্যবহুল বিস্তারিত লিখা নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

তৃতীয় অনুপ্রেরণা পেয়েছি কিছু ফ্রি-থিংকার ভাইদের থেকে। তারা মরিস বুখাইল ও কেইথ মূর কে সৌদি শেখদের নিকট থেকে বিশাল অংকের টাকা নিয়ে 'The Bible, The Qur'an and Science' এবং 'Embriology in Qur'an' এর উপর বই লিখে দেওয়ার অভিযোগ করে আসছেন, যদিও তারা টাকা নেওয়ার ব্যাপারে কোন প্রমান দেখাতে ব্যর্থ হয়েছেন। তবে অভিযোগটি যে একেবারে উড়িয়ে দেওয়ার মত নয় সে ব্যাপারে পরে আসব।

মুক্তমনা সাইট থেকে 'The Collapse of Intelligent-Design: by Ken Miller' এর লেকচার শুনছিলাম। অনুষ্ঠান শুরু হয় গডের প্রতি প্রার্থনা দিয়ে, ফিজিক্সের প্রফেসর ডঃ মারফি নামের এক ভদ্রলোক প্রার্থনা করেন! প্রার্থনা শেষ করেন **'আমেন'** বলে, আগে মনে করতাম **'আমেন'** শুধু মুসলিমরাই বলে! বাংলাদেশে যেমন কোন অনুষ্ঠান শুরু হয় ধর্মগ্রন্থ থেকে কিছু আবৃত্তির মাধ্যমে সেরকমই মনে হইলো। তবে যেহেতু দেশটা আমেরিকা, প্রার্থনাটাও মডার্ণ এবং খুবই সংক্ষিপ্ত। এটা ছিল চতুর্থ অনুপ্রেরণা।

আর্টিকলটি পুরোপুরি পড়লে শেষ অনুপ্রেরণাটা পেয়ে যাবেন এবং প্রকৃতপক্ষে সেটাই এই প্রবন্ধের প্রধান বিষয়বস্তু।

যাহোক, আসল কথায় আসি। আলী সিনার মতে প্রফেট মুহাম্মদের (দঃ) মধ্যে নিম্নলিখিত "Characteristics" গুলি বিদ্যমান (কিছু বাদ ও পরতে পারে!)ঃ

1. Mentally deranged, 2. Psychopath, 3. Impostor, 4. Pedophile, 5. Epilepsy, 6. Assassinator, 7. Mass murderer, 8. Ruthless torturer, 9. Lecher, 10. Misogynist, 11. Narcissist, 12. Thief and Plunderer, 13. Cult leader, 14. Rapist, 15. Brutal man, 16. Terrorist, 17. Plagiarist (Qur'an was copied from Bible and other sources), and so on.

আলী সিনাকে লিখলামঃ If you are right, then Muhammad will be The Unique Person in the Human History who uniquely possesses All those "Characteristics". Don't you think its The Unique Event? If you think otherwise, please show your proof.

আলী সিনা উত্তর দিলেন না!

আবার লিখলামঃ Lets say, I agree with all of your accusations. However, I wonder how in the world a man having All those "Bizarre Characteristics" can even produce a book let alone a Book like Qur'an. Can you show a second example from the whole human history? I don't care how many grammatical mistakes, how many scientific errors, how many violence verses, how many hateful verses are there. I accept all those mistakes if there are some, as I am neither a blind nor a dumb person. I also don't care whether he was a prophet of God or not. If we simply consider Qur'an as a Book of rhyme-like-poetry, still it is probably impossible for a man to produce such a poetry Book having all those "Bizarre Characteristics"! Some people also claim that Muhammad copied Qur'an

from Bible and other sources. But there is not a single verse in Qur'an which is the direct-literal-copy from Bible or any sources; there is NO proof at least. Had he really had All those "Bizarre Characteristics" there would have been a great possibility to match at least few verses with Bible, literally. I challenged you to show a single verse which is a direct-copy from any source in the world. Even if he copied, he copied so intelligently that he left no evidence to trace and to prove. Again, having all those "Bizarre Characteristics", it is most likely impossible for a man to do the things so properly. Lets also suppose that Muhammad was a poet. Could you please mention a single poet in the whole human history who has produced at least a small poetry book in spite of possessing All those "Bizarre Characteristics"? If your accusations are true then Qur'an must be something miraculous! Otherwise, your accusations are sheer false.

আলী সিনা সরাসরি তেমন কোন উত্তর না দিয়ে কিছু আর্টিকেল ফরওয়ার্ড করলেন যেগুলো আমি ইতোমধ্যেই FFI সাইট থেকে পড়ে নিয়েছিলাম। সেগুলোতে আবার ও চোখ বুলে নিলাম। কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর পেলাম না! ওনি Jim Jones, David Koresh দের উপর লিখা কিছু আর্টিকেল পাঠিয়েছিলেন। আলী সিনাকে জিজ্ঞেস করলাম, Jim Jones, David Koresh রা কোন গ্রন্থ লিখেছেন কি না এবং একই সাথে তাদের মধ্যে ঐ "Bizarre Characteristics" গুলোও বিদ্যমান ছিল কি না? আলী সিনা উত্তর দেন নাই!

তাকে আবারো জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা মনে করুন আপনার মধ্যেই এই "Bizarre Characteristics" গুলো আছে এবং একই সাথে আপনি FFI ওয়েব সাইট পরিচালনা করছেন, নিয়মিত Eloquent আর্টিকেল লিখছেন, পরিবারকে সামাল দিচ্ছেন, ..., সম্ভব কি? দেখলাম ওনি একদম মিউট! আলী সিনাকে অনুরোধ করেছিলাম ওনি যেন আমার প্রশ্ন সম্বলিত ইমেইল'টা FFI এর হোম পেজে উত্তর সহ পাবলিশ করে। সেটাও ওনি করেন নি! কারণ, কোন লজিক্যাল উত্তরই যে দিতে পারেন নি।

২।

দীর্ঘ্যদিন থেকে আমার মাথায় কিছু কিছু প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছিল। লিখব লিখব করে লিখা হয়ে ওঠেনি। প্রশ্নগুলি নিম্নরূপঃ

১। প্রচলিত নামাজঃ ইসলাম ধর্মের প্রধান স্তম্ভ, যার এক ওয়াক্ত নামাজ কাযা করলে আশি হোব্বা (?) দোজখ খাটতে হবে, যেটা বেহেশতের চাবিকাঠি! এই যে ওজু থেকে শুরু করে একটি নামাজের ফরজ, সুন্নত, নফল, বেতের ইত্তাদি তন্ন তন্ন করে সময়ের স্লটে ফেলে, বিভিন্ন ফিজিক্যাল অঙ্গভঙ্গি করে, যেভাবে পালন করা হয় (পুরো সিস্টেম লিখতে গেলে হয়তো গোটা দুয়েক পেজ লাগবে!) তার নিয়ম-কানুন কোরানে নেই কেন? পাঁচটি স্তম্ভের সবচেয়ে বড় স্তম্ভ সম্বন্ধে কোরান এতটা উদাসীন কেন? পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের ধারণা (যেটা ফরজ, অবশ্য কর্তব্য) কোথা থেকে আসল? কোরানের কোথাও কি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে বলা হয়েছে?

২। প্রফেট মুহাম্মদ নিজে কখনও **পাঁচ** ওয়াক্ত নামাজ পড়েছেন কি না বা পড়ে থাকলে কিভাবে পড়েছেন তার বিন্দুমাত্র ইঙ্গিত ও কোরানে নেই কেন?

৩। প্রচলিত রোযাঃ ইসলাম ধর্মের দ্বিতীয় স্তম্ভ যেটা পালন না করলে ও দোজখের আগুন ছেরে দেবে না! সেই রোযা সম্বন্ধেও তেমন কোন বিস্তারিত নিয়ম-কানুন (যেভাবে মানুষ পালন করে আসছে) কোরানে লিখা নেই কেন? না খেয়ে রোযা রাখার কথা কোরানে লিখা নেই কেন?

৪। প্রফেট মুহাম্মদ নিজে কখনও প্রচলিত রোযা করেছেন কি না বা করে থাকলে কিভাবে করেছেন তার ও কোন ইঙ্গিত কোরানে নেই কেন?

৫। প্রচলিত হজ্জ্বঃ প্রফেট মুহাম্মদ নিজে কখনও প্রচলিত হজ্জ্ব/ওমরা করেছেন কি না বা করে থাকলে কিভাবে করেছেন বা জীবনে কতবার করেছেন তার কোন ইঙ্গিত কোরানে নেই কেন?

৬। প্রফেট মুহাম্মদের পোশাক-আশাক, দাড়ি-গোঁফ-টুপি, খাবার-দাবার, পছন্দ-অপছন্দ, ইত্তাদি ব্যাপারে ও কোরান এতটা উদাসীন কেন (যেগুলোকে ধর্মের ‘কোড’ হিসাবে চালানো হচ্ছে)?

৭। যেখানে কোরানে কতজনের বর্ণনা এসেছে সেখানে প্রফেট মুহাম্মদের **সবচেয়ে প্রিয় ওয়াইফ** যার ব্ল্যাংকেটের মধ্যে না শুইলে নাকি ওহী আসতোনা সেই **আয়েশার** (রাঃ) উপর একটি আয়াত ও কোরানে বরাদ্ধ থাকলো না কেন? **আয়েশার** নাম পর্যন্ত কোরানে নেই!

৮। শয়তানকে পাথর নিক্ষেপের কথা (যেটা করতে যেয়ে শয়তানের রোশানলে পরে শত শত হাজী মারা যাচ্ছে!), কালো পাথরে চুম্বন দেওয়ার কথা, আল্লাহর ঘরের (কা’বা) চারদিক দিয়ে সাত বার ঘুরণ দেওয়ার কথা কোরানে নেই কেন?

৯। যেখানে কোরানে অনেক সাধারণ কথাবাত্রা লিখা আছে সেখানে অত্যন্ত ‘গুরুত্বপূর্ণ’ বিষয়গুলোর নিয়ম-কানুন (বিশেষ করে নামাজ, রোযা, হজ্জ্ব, যাকাত, কোরবানী) কোরানে না এসে হাদিসে গেল কিভাবে??????

এরকম ‘কেন’ দিয়ে আরো অনেক প্রশ্ন। কোরানে এমন কোন আয়াত নেই যেখানে প্রফেট মুহাম্মদ বলেছেন যে ‘ওমুক বিষয়টা’ অসমাপ্ত রয়ে গেল বা লিখা হয়ে ওঠে নাই, যেটা তোমরা পরবর্তীতে হাদিস আকারে প্রকাশ কর মানুষের সুবিধার জন্য! এরকম কোন ইঙ্গিত ও দেওয়া নেই। বরং জনাব জামিলুল বাসারের লেখা থেকে প্রমানিত হয় যে, প্রফেট মুহাম্মদ কোরান ছাড়া অন্য কিছু ফলো করতে নিষেধই করে গেছেন। হাদিস লেখকরা নিশ্চয়ই জানতেন কোরানের এই নিষেধ বানী? এর পরও গাদা-গাদা হাদিস আসলো কি করে সেটা এক মস্তবড় প্রশ্ন?! যাহোক, মূল প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে খুব সিম্পল লজিক দিয়ে হাদিসকে সহজেই বাতিল করা যায়। কারণঃ

১। প্রফেট মুহাম্মদ নিজে হাদিস লিখার কথা বলে জান নাই। প্রয়োজন মনে করলে ওনি নিজেই লিখে যেতেন। কোরানের কোথাও তার কথা এবং কাজ হাদিস আকারে সংকলন করার কথা বলা নেই। সেটাও আবার তার মৃত্যুর প্রায় ২৫০ বছর পর? এই একটি কারণই যথেষ্ঠ।

২। প্রফেট মুহাম্মদের মৃত্যুর ২৫০ বছর পর তারই নামে যে সকল হাদিস রচনা করা হয়েছে সেগুলোর ভ্যালিডেশন মুহাম্মদ নিজে যাচায় করেন নাই।

৩। একজন মানুষের মৃত্যুর শত শত বছর পর কিছু লিখে তার নামে চালিয়ে দেওয়া শুধু অযৌক্তিকই নয় চরম অনৈতিক ও বটে। এর দায়িত্ব সেই মানুষটির উপর বর্তায় কিভাবে?

৪। সহী বোখারি, সহী মুসলিম, সুনান আবু-দাউদ, ইত্তাদি হাদিস-গ্রন্থ সম্বন্ধে প্রফেট মুহাম্মদের কোনই আইডিয়া ছিল না!!!

৫। প্রফেট মুহাম্মদের বায়োগ্রাফির ক্ষেত্রেও একই যুক্তি প্রযোজ্য। ওনি চাইলে নিজেই বায়োগ্রাফি লিখে যেতে পারতেন।

কিছু লোক হয়তো কাষ্ঠ হাসি দিয়ে বলতে পারে, “ও ... হাদিস এবং বায়োগ্রাফি অনুযায়ী প্রফেট মুহাম্মদকে একজন ‘মনস্টারের’ পর্যায়ে দ্বার করানো যায় ... যেটা আলী সিনা করেছে ... এই লজ্জা ঢাকার জন্য মানুষ এখন হাদিস এবং বায়োগ্রাফিকে বাতিল করতে চাচ্ছে!” কথার মধ্যে যুক্তি আছে বটে তবে অত্যন্ত দুর্বল যুক্তি! তার ব্যাখ্যা ইতোমধ্যেই দেওয়া হয়েছে। তাছারা, ১৪০০ বছর আগে মৃত্যুবরন করা একজন মানুষ কারো পৈত্রিক সম্পত্তি হতে পারে না। ওনি এ যুগের কারো যেমন বন্ধু নয় তেমনি আবার কারো শত্রুও নয়। সুতরাং, এখানে কারো লজ্জিত বা আনন্দিত হওয়ার কিছুই নেই। যেটা সত্য, সেটাই সুন্দর। তাছারা ধর্মের সংস্কারের ব্যাপারে আপনারা ও মস্তবড় একটা বাধা! যারা হাদিস বাতিলের স্বপক্ষে তাদের আপনারা খামচে ধরে বলছেন, “না না না ... হাদিস বাতিল করা যাবে না ... হাদিস বাতিল করলে মুহাম্মদকে আর গালিগালাজ করা যাবে না!?” মনে হচ্ছে আপনারা ইঁদুর-বিড়ালের খেলা দেখতেই বেশী উৎসাহী! শুধুমাত্র হাদিস বাতিলের মাধ্যমেই ধর্মের যে একটা বড় সংস্কার হবে তা কি কেহ ভেবেছে? আমি কিছু পয়েন্ট আউট করছি যদিও সেগুলি প্রায় সকলেরই জানাঃ

১। ধর্ম ত্যাগীদের (মুরতাদ) মৃত্যুদন্ড হাদিস থেকে এসেছে, যেটা অত্যন্ত অমানবিক এবং অযৌক্তিক। কোরানে এরকম কোন নির্দেশ নেই। বাইবেলের উপর ব্যাসিস করে হাদিস লিখা হয়েছে। বাইবেল দেখুনঃ Leviticus 24:16, Deuteronomy13:5-10.

Leviticus 24:16 … **who blasphemes the name of the LORD shall surely be put to death**; all the congregation shall certainly **stone him**. The alien as well as the native, when he blasphemes the Name, **shall be put to death**.

Deuteronomy13:5 But that prophet or that **dreamer of dreams** (who thinks differently) **shall be put to death**.

২। 'পলিটিক্যাল ইসলাম' এবং 'শারীয়া আইন' চিরতরে লোপ পাবে, যেটা বেশীরভাব মুসলিমই মেনে নিতে পারছে না এবং সেটার ইঙ্গিত ও কোরানে নেই বলেই আমার বিশ্বাস।

৩। 'Stonning to death' … অত্যন্ত অমানবিক এবং এ নিয়ে সমালোচনার ঝড় বইছে। এটাও বাইবেল থেকে এসেছে কিন্তু খ্রীষ্টান/জিউস রা'ই আর ফলো করে না। বাইবেল দেখুনঃ Deuteronomy 22: 23-24, Leviticus 20:10.

Deuteronomy 22: 23 - 24
If a man is found sleeping with another man's wife, both the man and the woman must die. If a man happens to meet in a town a virgin pledged to be married and he sleeps with her, stone them to death.

৪। 'বোরখা/হিজাব/টুপি/দাড়ি/জুব্বা' … এগুলো নিয়ে ও জোর-জবরদস্তি এবং সোরগোল একদমই থেমে যাবে কারণ কোরানে এগুলির কোন ইঙ্গিত দেওয়া হয়নি। পুরুষ এবং মহিলা উভয়কেই সমানভাবে Chastity রক্ষার উপরই বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। কে কিভাবে Chastity রক্ষা করবে সেটা তার নিজস্ব ব্যাপার। প্রচলিত 'হিজাব (Head cover)' কনসেপ্টা ও এসেছে বাইবেল থেকে। কেহ কি কখনও **মাদার তেরেসা** বা অন্যান্য নানদের চুল দেখেছেন? বাইবেল দেখুনঃ

Bible: 1 Corinthians 11:

4 Every man praying or prophesying, having his head covered, dishonoureth his head.
5 But every woman that prayeth or prophesieth with her head uncovered dishonoureth her head: for that is even all one as if she were shaven.
6 For if the woman be not covered, let her also be shorn: but if it be a shame for a woman to be shorn or shaven, let her be covered.
7 For a man indeed ought not to cover his head, forasmuch as *he is the image and glory of God: but the woman is the glory of the man.*
13 Judge in yourselves: is it comely that a woman pray unto God uncovered?
Women keep silence in the churches: for it is not permitted unto them to speak. If they will learn any thing, let them ask their husbands at home.--1 Corinthians 14:38
It is good for a man not to touch a woman.--1 Corinthians 7:1

বাইবেলে কি সংস্কার করা হয়েছে??? এ তো সামান্য নমুনা! যে কোন একজন sane person কে সংস্কার করতে দিলে তো এই ভার্সগুলোই সবার আগে মুছে দেওয়ার কথা, নয় কি? । **'সংস্কার' কি তাহলে নিছক মিথ!** জিসাস ক্রাইষ্ট মানেই নাকি LOVE! বাইবেল মানেই নাকি LOVE-এ ভরপুর! অনেকেই এখন বাইবেল ও জিসাস ক্রাইষ্টের LOVE ফেরী করছে! এই সেদিন ও এক বুদ্ধিমান ব্যক্তি আলী সিনার সাথে সুর মিলিয়ে বলল 'কেহ যদি বাইবেল ফলো করে তাহলে নাকি কোন সমস্যা নেই'। এই বুদ্ধিমান ব্যক্তি খ্রীষ্টান হলে তো খবরই ছিল। Leviticus 24:16 এবং Deuteronomy13:5 অনুযায়ী তার মৃত্যুদন্ড নিশ্চিৎ! আরেকজন বলল Christianity ও Hinduism নাকি অনেক আগেই বিষদাঁত খুইয়েছে। এই যদি হয় বিষদাঁত খোয়ানোর নমুনা তাহলে প্রশ্ন জাগতেই পারে **'আরো কত বেশী ভয়াবহ বিষদাঁত ছিল'!**

দেখুন বাইবেলে নারীদের কিভাবে ট্রিট করা হয়েছে! আমি বলছিনা যে কোরান নারীদের একেবারে রাণীর আসনে বসিয়ে দিয়েছে! তবে কোরান পুরুষ ও নারীদের সমান অধিকার না দিলেও কিছুটা ভারসাম্য রেখেছে (বাইবেল থেকে প্রগ্রেসিভ)। সম্পূর্ণ কোরানে গোটা দুই/তিনেক ভার্স আছে যেগুলোতে নারীদের সমান অধিকার দেওয়া হয় নি; যেমন, শাসন করার অধিকার শুধু পুরুষকেই দেওয়া হয়েছে, নারীদের সম্পত্তির সমান অধিকার দেওয়া হয়নি, কোন এক বিশেষ ক্ষেত্রে নারীদের সাক্ষী হিসেবে ছোট করা হয়েছে, আরো দু/একটা থাকতে পারে। তবে অনেক মুসলিমই কিন্তু এই ভার্সগুলোকে আর ফলো করে না।

যাহোক, হাদিস বাতিল ঘোষনার সাথে সাথেই উপরের ১-৪ পর্যন্ত অমানবিক এবং অযৌক্তিক আইনের অবশান ঘটবে। **এটা কি বড় ধরনের সংস্কার নয়?**

যারা হাদিস বাতিলের বিরুধ্যে (মুসলিম বিলিভার) তাদের লজিকগুলি নিম্নরূপ। তারা বলেঃ

১। হাদিস ছারা কিভাবে জানবো মুরতাদদের **বাইবেলীয় কায়দায়** হত্যা করতে হবে?!
২। কিভাবে জানবো এ্যাডালটারারদের **বাইবেলীয় কায়দায় পাথর মেরে** হত্যা করতে হবে?!
৩। কিভাবে ওজুর ফরজ, সুন্নত, নফল সম্বন্ধে জানবো?
৪। কিভাবে নামাজ পড়ব?
৫। কিভাবে জানবো দিনে কয় ওয়াক্ত নামাজ পড়তে হবে?
৬। কিভাবে জানবো প্রতি ওয়াক্তে কয় রাকাত ফরজ, সুন্নত, নফল, ইত্তাদি পড়তে হবে?
৭। কিভাবে জানবো কোনদিকে হয়ে নামাজে দারাতে হবে?
৮। কিভাবে জানবো নামাজে দারানোর পর কি বলতে হবে এবং কানের লতি পর্যন্ত হাত তুলে তারপর আবার বুকে বা নাভিতে বাঁধতে হবে?
৯। কিভাবে জানবো তারপর কি কি সুরা যপতে হবে?
১০। কিভাবে জানবো এরপর বাঁকা হয়ে হাঁটুর উপর ভর দিতে হবে এবং কিছু বলতে হবে?
১১। কিভাবে জানবো তারপর উঠে দারাতে হবে এবং পাছা উপরে তুলে কপালকে মাটি স্পর্শ করে উপুর হয়ে বসে সেজ্‌দা দিতে হবে?
১২। কিভাবে জানবো **না খেয়ে** রোযা করতে হবে?
১৩। কিভাবে জানবো খেজুর দিয়ে ইফতার করা সুন্নত?
১৪। কিভাবে জানবো হজ্জ্ব কিভাবে করতে হবে?
১৫। কিভাবে জানবো ঘর থেকে বেরুনোর সময় এবং ফিরার সময় কোন পা আগে ফেলতে হবে এবং কি কি বলতে হবে?
১৬। কিভাবে জানবো টয়লেটে যেয়ে কি বলতে হবে এবং কোন হাত ব্যবহার করতে হবে?
১৭। কিভাবে জানবো দস্তরখানায় বসে খেতে হবে এবং খাওয়ার পর প্লেট মুছে খাওয়া সুন্নত?
১৮। কিভাবে জানবো মিষ্টি খাওয়া সুন্নত?
১৯। কিভাবে জানবো বিপদে আপদে আয়াতুল কুরসী, দোয়া ইউনুস, ইত্তাদি পড়তে হবে?
২০। কিভাবে জানবো কালোজিড়া মৃত্যু ব্যতীত সকল রোগের মহৌষধ?
২১। কিভাবে জানবো হাঁচি এবং হাই তোলার পর কি বলতে হবে?
২২। কিভাবে জানবো দাড়ি কত লম্বা/খাট রাখতে হবে?
২৩। কিভাবে জানবো গোঁফ কেমন রাখতে হবে?
২৪। কিভাবে জানবো গুপ্তস্থানের লোম কত দিন পর পর পরিস্কার করতে হবে?
২৫। কিভাবে জানবো তছবিহ্‌ হাতে নিয়ে ঘুরতে হবে?
২৬। কিভাবে জানবো?
২৭। কিভাবে জানবো?

মাশাল্লাহ্‌! এর কি কোন শেষ আছে!

এদের কায়-কারবার দেখলে রোবট ও হেসে দেবে! **শুধুমাত্র একজন আনসিন গডকে বিশ্বাস ছারা কোরানের কোথাও মানুষকে রোবট হতে বলেনি।** বরং কিছু কিছু আয়াতে মানুষকে কমন সেন্স্‌ এ্যাপ্লাই করার কথা বলা হয়েছে। **মাঝে মধ্যে মনে হয় আজকের মুসলিমদের 'ধর্ম-কর্ম' পালনের ব্যাপারে 'সিনসিয়ারিটি' দেখলে নবীজী নিজেই লজ্জা পেতেন!!!** মোটেই আশ্চর্য্য হওয়ার কিছু নেই! **আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে প্রফেট মুহাম্মদ ১৪০০ বছর আগে এসেও অত্যন্ত স্মার্ট লাইফ লিড করে গেছেন যার মধ্যে উপরের খুনটুসিগুলোর তেমন কিছুই ছিল না!** বিশ্বাস না হলে কোরান খুলে দেখতে পারেন আদৌ কিছু আছে কি না। কোরানে কতটুকু বলা আছে আর মানুষ 'কতবেশী' পালন করছে! এগুলি সবই হাদিসে গেল

কি করে, প্রশ্ন জাগে না? প্রফেট মুহাম্মদ কি জানতেন যে তিনি মারা যাওয়ার ২৫০ বছর পর এগুলি হাদিস আকারে বাজারে আসবে এবং কিছু রোবট-লাইক মানুষ ফলো করবে তাকে খুশী করার জন্য বা সওয়াব কামানোর জন্য? সেক্ষেত্রে তো ওনি নিজেই লিখে যেতে পারতেন? নিদেনপক্ষে ওনি এরকম একটা ডিক্টেশন তো দিয়ে যেতে পারতেন, পারতেন না কি?

এরা আরো বলে যে হাদিস ছারা কোরান নাকি ব্যাখ্যা করা যায় না। আমার প্রশ্নঃ

১। তাহলে আপনারা কি স্বীকার করছেন যে কোরান কমপ্লিট গ্রন্থ না (কোরানে কিন্তু 'কমপ্লিট' কথাটা লিখা আছে)? এ সৎসাহস আছে কি!

২। প্রফেট মুহাম্মদ জানতেন কি যে তাঁর মৃত্যুর ২৫০ বছর পর মানুষ হাদিস আবিস্কার করবে কোরান ব্যাখ্যা করার জন্য?

৩। কিছু মানুষ যদি হাদিস আবিস্কার না করত সেক্ষেত্রে আপনারা কোরান কিভাবে ব্যাখ্যা করতেন?

৪। কোরান/হাদিসের কোথাও কি লিখা আছে যে হাদিস ছারা কোরান ব্যাখ্যা করা যাবে না?

৫। প্রফেট মুহাম্মদ মারা যাওয়ার পর থেকে হাদিস লিখার পূর্ব পর্যন্ত এই ২৫০ বছর মানুষ কিভাবে 'ইসলাম ধর্ম' পালন করত, কিভাবে নামাজ পরত, কিভাবে রোযা করত?

এদের সমস্যা হইলো, এরা শত শত বছর যাবৎ এই **খুনটুসিগুলি** ধর্মের নামে এমনভাবে পালন করে এসেছে যে তারা কখন ও স্বপ্নেও ভাবেনি (বা ভাবতে দেওয়া হয়নি) যে এগুলির তেমন কিছুই কোরানে নেই। যখন দেখছে যে এগুলি সত্যি সত্যিই কোরানে নেই তখন তাদের মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে! এবং প্রশ্ন জাগছে, এগুলি পালন ছারা কিভাবে মুসলিম হওয়া যায়? কিভাবে আল্লাহ্‌কে খুশী করা সম্ভব? মিলাদ-মাহফিল না করে কিভাবে মুহাম্মদকে খুশী করা যায়? অর্থাৎ, তারা ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়িয়ে দেওয়ার মত প্রথমে না জেনেই পাহাড়সম 'ধর্মীয় রিচুয়াল' পালন করে এসেছে এবং পরে এসে সেগুলিরই আবার লেজিটিমেসি চাচ্ছে!

এই মানুষগুলির প্রতি আমার প্রশ্ন, আপনাদেরকে কে বলেছে এগুলি পালন করতে হবে?? আল্লাহ্? তাহলে প্রমান দিন। নাকি প্রফেট মুহম্মদ? সেক্ষেত্রে ও প্রমান দিন (হাদিসের দায়িত্ব কিন্তু প্রফেট মুহম্মদের উপর চাপানোটা অনৈতিক, যেটা আগেই বলেছি)। নাকি মানুষ আকৃতির কিছু ধর্ম-ব্যবসায়ী? তৃতীয় অপশন ছাড়া আমি কিন্তু অন্য কোন অপশন দেখি না। থেকে থাকলে প্রমান দিন। কোরান অনুযায়ী কিন্তু এই ধর্ম ব্যবসায়ীদের স্থান জাহান্নাম (যদি থেকে থাকে)। টুপি-দাড়ি-তছবি-আলখিল্লা সর্বস্ব লোক দেখানো 'ধার্মিক' ভন্ডদের কোরান কিন্তু কোনভাবেই প্রশ্রয় দেই নি, দিয়েছে কি? **বরং আমি মনে করি সৎ, চিন্তাশীল এবং কর্মঠ মানুষদেরকেই কোরানে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কোরানে বার বার Righteous life লিড করতে বলা হয়েছে, আমার জানা মতে 'ধার্মীক' লাইফ লিড করতে বলা হয়নি।**

জাহেদ সাহেব যাদের নিয়ে লিখছেন তারাই হয়ত প্রকৃত মুসলিম (One who is at peace, peaceful person) ছিলেন। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে যারাই Peaceful and Righteous লাইফ লিড করে তারাই মুসলিম/আর্য্য (মুসলিম/আর্য্য টার্মগুলো কারো নিজস্ব সম্পত্তি নয়, যদিও মানুষ সম্পত্তি বানিয়ে নিয়েছে)। তাদের মধ্যে যদি কেহ কেহ ক্রিয়েটরে বিশ্বাস না করে থাকেন সেটা ক্রিয়েটরের সাথে তাদের বোঝা-পড়া হবে (যদি সত্যি সত্যিই ক্রিয়েটর থেকে থাকে)। কোরান কিন্তু সেটাই বলে। **ক্রিয়েটর বা কোরানে বিশ্বাস না করার জন্য কোরানে কোনরকম টেম্পোরাল (পার্থিব) শাস্তির বিধান রাখা হয় নি, যেটা বাইবেলে সরাসরি মৃত্যুদন্ড** (বাইবেল দেখুনঃ Leviticus 24:16, Deuteronomy13:5-10). এটা কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না।

অনেকে অভিযোগ করে বলে, 'ইসলাম ধর্ম' নাকি মানুষকে ব্যাকওয়ার্ড ডিরেকশনে নিয়ে যায়, শপ্তম শতাব্দীর (বা মধ্য যুগের) দিকে ঠেলে দেয়, মানুষকে চিন্তা করতে দেয় না, ইত্তাদি, ইত্তাদি। অত্যন্ত সত্য কথা। সেটা তো আমরা দেখছিই।

প্রথমত, 'ইসলাম' কোন রিচুয়ালিসটিক ধর্ম নয়, রিচুয়ালিসটিক ধর্মের কনসেপ্ট'টা এসেছে হাদিস থেকে (যেমন দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, হজ্জ্ব পিলগ্রিমেজ, ইত্তাদি)। মানবতাবাদীরা নিজেদের আরাম-আয়েশ পরিত্যাগ করে মানুষের সেবা করে যাচ্ছে, এটাও একধরনের ধর্ম কিন্তু কোনভাবেই 'রিচুয়ালিসটিক ধর্ম'

নয়। আবার অনেকেই দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, হজ্জ্ব, মন্দির/মসজিদ/চার্চ ঘুরে ঘুরে ভগবান/আল্লাহ/গডের পূজা করে যাচ্ছে, এটা হইল 'রিচুয়ালিসটিক ধর্ম'; এর দ্বারা ব্যক্তিগত কিছু স্বার্থ চরিতার্থ করা গেলেও, নিজের খাতায় কিছু পূর্ণ জমা হইলেও, সমাজ/মানুষের কোন কল্যান আসে না।

দ্বিতীয়ত, আব্রাহাম বা তার আগে থেকে শুরু করে যুগে যুগে মোজেস, কৃষ-, বুদ্ধা, কনফিউসিয়াস, জিসাস ক্রাইষ্ট, মুহাম্মদ সহ যে সকল মহামনীষীরা এসেছেন তারা সকলেই 'রিচুয়ালিসটিক ধর্মকে' মূলোৎপাটন করার সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। কারণ, 'রিচুয়ালিসটিক ধর্ম' সমাজ/মানুষের কল্যান সাধন করে না এবং মুসলিমদের ব্যাকওয়ার্ডনেসের প্রধান কারণ হইল এই 'রিচুয়ালিসটিক ধর্মে' বুঁদ হয়ে থাকা, যার উৎস হাদিস। আমি আগেই বলেছি, প্রফেট মুহাম্মদ কোন রকম 'রিচুয়ালিসটিক ধর্ম' পালন করেছেন কি না তার সামান্য ইঙ্গিত ও কোরানে নেই! কেহ যদি উপরের অভিযোগগুলো কোরানের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারেন আমি তা নিঃসন্দেহে মেনে নেব (সত্যকে মেনে নিতে কোনই লজ্জা নেই)। অর্থাৎ, প্রমান করতে হবে যে কোরান সত্যি সত্যিই মানুষকে ব্যকওয়ার্ড করে, শপ্তম শতাব্দীতে নিয়ে যেতে চায়, মানুষকে চিন্তা করতে নিষেধ করে, ইত্যাদি। **তাছারা, কোরানের কোথায় লিখা আছে যে তার প্রতিটা আয়াত সর্ব কালের সর্ব যুগের সকল মানুষদেরকে অবশ্য অবশ্যই ফলো করতে হবে?**

যখন কেহ বলে যে সে 'ধর্ম' ত্যাগ করেছে (ধরা যাক 'ইসলাম ধর্ম') তখন সে আসলে কি করে? সে প্রথমে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ছেড়ে দেয়, তারপর হয়ত শুক্রবারে জুম্মায় যাওয়া বন্ধ করে দেয়, না খেয়ে আর রোযা রাখে না, হজ্জ্ব/ওমরা করার চিন্তা মাথা থেকে বিতাড়িত করে, ধর্ম-ব্যবসায়ীদের আর সহ্য করতে পারে না, মূলতঃ এগুলিই। কারণ, এই রিচুয়ালগুলো তার কাছে মিনিংফুল মনে হয় না, হাস্যকর মনে না হইলেও নিতান্তই সেলফিস মনে হয়। একদিকে যেমন এই রিচুয়ালগুলোর জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে আবার অন্যদিকে হয়ত মনে করে এই 'রিচুয়ালগুলি' পালনই প্রকৃত ধর্ম! এসবের পরিত্যাগের মাধ্যমে সে কিন্তু 'রিচুয়ালিসটিক ধর্মকেই' পরিত্যাগ করল, যে 'ধর্মের' অনুমোদন কোরানে নেই। এরপর সে ডিক্লেয়ার দেয় যে সে আর মুসলিম না (That means, he is no longer a peaceful person?!)। পাসাপাসি সে হয়ত ক্রিয়েটরকে ঠিকই বিশ্বাস করে। এ অবস্থায় কোরানের টিচিং থেকে সে কতদূর সরে গেল সেটা একটা বড় প্রশ্ন। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি সে কোরান থেকে একটুও সরে যায়নি! সে নিজেও হয়ত জানে না এবং তার এই না জানারই সুযোগ নিচ্ছে কিছু ধর্ম ব্যবসায়ী। ধর্ম-ব্যবসায়ীরা চিৎকার করে বলছে, সে রসাতলে গেল!

এই ধর্ম-ব্যবসায়ীরা প্রত্যেক যুগে যুগেই এসেছে এবং মেজরিটি মানুষকে 'ধর্মের' শ্বাস্বত ছকের মধ্যে বুঁদ করে রেখে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করতে চেয়েছে। সেই 'বুঁদ' করা ধর্মের সাথে কোরানের তেমন কোন সম্পর্ক নেই (কেহ যদি মনে করেন সম্পর্ক আছে তাহলে দয়া করে প্রমান দিন)। চিন্তা করা যায়, মেরাজের এক কাহিনী ফেঁদে একজন মানুষকে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পাঁচ-পাঁচটি বার প্রায় ৫০ রাকাত শুধু নামাজ দিয়েই ব্যস্ত করে রাখা হয়েছে, অথচ এরকম একটা 'গুরুত্বপূর্ণ' বিষয়ের কিছুই কোরানে নেই। এক ওয়াক্ত নামাজ কাযা হয়ে গেলে চিন্তায় পড়ে যায় সেটা আবার কিভাবে পূরণ করবে! তারা এভাবেই সাধারণ মানুষকে একটি চক্র/ফাঁদের মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছে! মানুষের সময় কোথায় অন্যভাবে ভাবার?

দীর্ঘ্যদিন থেকে যখন অনেক Crucial প্রশ্ন মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের প্রচলিত কোন নিয়ম কানুনই যখন কোরানে খুঁজে পাচ্ছিলাম না, অনেক প্রশ্নেরই সন্তষজনক কোন উত্তর পাচ্ছিলাম না, .. , কেন জানি মনে হচ্ছিল Something must be wrong, ঠিক এরকম সময় এক বই হাতে পেলাম ('Hijacking of Islam' - by Aidid Safar ... aididsafar.com)। সাথে সাথে বইটি পড়ে ফেললাম। বইটা পড়া শেষে বাহিরে যেয়ে আকাশ পানে চেয়ে যখন ভাবছিলাম তখন পুরো পৃথিবীটাকে একদম অন্যরকম মনে হচ্ছিল! ভাবছিলাম, কি করে মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষকে এতদিন ধরে বোকা বানিয়ে রাখা যায়? আমি যেন এরকম একটা কিছুর অপেক্ষায় এতদিন ছিলাম। আমি মনে করি বইটা সবারই পড়া প্রয়োজন। বড় বড় ফন্ট-এ সহজ ভাষায় প্রায় ৪০০ পেজের এ বইটি কেহ পড়তে চাইলে ইমেইল করতে পারেন। সফ্‌ট কপি পাঠিয়ে দেব। **এটা যে বিশাল এক এ্যারাব প্ল্যান তা আগে সেভাবে গুরুত্ব সহকারে ভাবিনি। সহজ সরল সমীকরন দেখুনঃ যতই মসজিদ-মাদরাসা-নামাজির সংখ্যা বাড়বে ততই হজ্জ্ব/ওমরা হাজির সংখ্যা বাড়বে!** সৌদি আরব কখনও টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলাদেশকে টাকা-পয়সা দান করেছে কি না জানা নেই। পাঠক, সৌদি শেখদের লাইফ স্টাইল জানলেই বুঝতে পারবেন যে তারা কতটা ধার্মীক! এতকিছু লিখা সম্ভব না। পাঠকদের চিন্তার খোরাক হিসাবে বই থেকে সংক্ষেপে কিছু পয়েন্ট তুলে ধরছি এখানেঃ

১। এ্যারাবরা অত্যন্ত কৌশলে কিছু কিছু Crucial এ্যারাবিক টার্ম'কে নিজেদের অনুকূলে অনুবাদ করে নিয়েছে। তাছারা স্কলাররা ও কোরান অনুবাদ করেছে হাদিস এবং প্রচলিত বিশ্বাসের আলোকে। হাদিস এবং প্রচলিত বিশ্বাস থেকে তারাও বেরুতে পারেনি বা বের হতে দেওয়া হয়নি। কেহই কোরান **লিটারালি** অনুবাদ করার সাহস হয়ত পায়নি। **মরিস বুখাইল ও কেইথ মূর দের মত এরাও যদি সৌদি শেখদের ডিরেকশন অনুযায়ী কোরান অনুবাদ করে সেক্ষেত্রে ও কিন্তু আশ্চর্য্য হওয়ার কিছু নেই!**

২। যেমন, Solaa কে বানিয়েছে Salaat. Solaa অর্থ হচ্ছে Commitments আর Salaat অর্থ হচ্ছে Ritual prayer. **পাঠক, এখন কি বুঝতে পারছেন কোরানে কেন নামাজের কোন নিয়ম-কানুন লিখা নেই??** ইংরেজী অনুবাদে Prayer টার্ম'টা বহু বার এসেছে অথচ কোথাও Prayer-এর নিয়ম-কানুন লিখা নেই, আশ্চর্য্য মনে হয় না? কোরানে নাকি Ritual prayer বা গডের প্রতি ওয়রশিপের কথাও বলা নেই!

৩। 'ইসলাম' এর প্রকৃত অর্থ Peacefulness কে তারা বানিয়ে দিয়েছে Submission.

৪। অনুরূপভাবে Zakaa কে বানিয়ে দিয়েছে Zakaat. Zakaa অর্থ To purify or keep pure আর Zakaat অর্থ Paying the religious tithe.

৫। 'Wa-aqimus Solaa-ta wa-atuz zakaa (Q. 2:43)' এর এ্যারাবিয়ান ভার্শন 'Observe the ritual prayers and pay the religious tithes' অথচ এর মৌলিক অর্থ নাকি হবে 'Uphold the commotments and keep them pure.'

৬। একইভাবে নাকি তারা হজ্জ্ব, ওমরা, কা'বা (বায়তুল্লাহ্, আল্লাহর ঘর!), মসজিদ, কুরবানী, এরকম কিছু Crucial এ্যারাবিক টার্ম'কে নিজেদের সুবিধার্থে অনুবাদ করেছে। মুসলিমরা এইসব এ্যারাবিক টার্ম শুনে এখন বেহুঁশ হয়ে পড়ে! এ্যারাবরা সত্য-সত্যই স্বার্থক! অথচ, এই টার্মগুলোর অর্থ নাকি সম্পূর্ণ আলাদা। এদের সাথে নাকি বর্তমান প্রচলিত Ritualistic Hajj, Ritualistic prayer, Ritualistic enimal sacrifice, এসবের কোন সম্পর্ক নেই। It makes sense to a reasonable person.

মাত্র গোটা কয়েক টার্ম'কে এদিক ওদিক করে কিভাবে পুরো ইসলামের সিস্টেম পরিবর্তন করা হয়েছে এখন ভেবে দেখুন! ইসলাম বলতে এখন শুধু পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, না খেয়ে রোযা, হজ্জ্ব/ওমরা, কোরবানী, এধরনের কিছু রিচুয়াল ছাড়া আর কিছুই বুঝায় না। জনাব জামিলূল বাসারের লেখা 'প্রচলিত নামাজ নিখুঁত মোশরেকের দলিল (http://www.vinnomot.com/Jamilul/Namaj.pdf)' প্রবন্ধটি পড়েছিলাম। ফলে আমার সন্দেহ আরো ঘণীভূত হল। সেই বই থেকে কিছু টার্ম এখানে তুলে ধরছি। যারা এ্যারাবিকে এক্সপার্ট তারা জাস্টিফাই করে নিতে পারেন।

Arabic word	**Arab corruption**	**Fundamental meaning**
Islam	Submission	Peacefulness
Muslim	One who submits	One who is at peace
Solaa	5 daily ritual prayers	Commitment/obligation/covenant
Deen	Religion	A way (or an orderly way) of life
Bayta	God's house	A system
Baytal-harama	God's sacred house	The sanctions in the system
Musol-lan	A place of prayer	A committed man
Musol-leen	People who pray ritually	People who are committed
Asra	Journey	Captivated
Sujud	Bow and prostrate	Submit in humility
Masajid	Mosque	Submissions
Masajidil-Harami	Sacred mosque	The sanctioned submission
Masjidil-aqsa	Far away mosque	Proximity of submission
Ka'aba	God's house	Ankles or lower foot
Hajj	The annual pilgrimage	To challenge or discourse
Zakaa	Paying of religious tithe	To purify or keep pure

৩।

মুক্ত চিন্তার অর্থ **শুধুমাত্র** কি এই যে মহাবিশ্বের কোন ক্রিয়েটর আছে কি নেই সেটা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করা? **কোরানে এই একটি ব্যাপারেই শুধু নিষেধ বানী আছে, জানিনা কেন আছে!** এই **একটি পয়েন্ট** ছারা কোরান কিন্তু অন্যান্য কোন বিষয়েই তর্ক-বিতর্ক করতে নিষেধ করেনি, এমনকি স্বয়ং কোরান নিয়েও নয়। এ ছাড়াও তো অ-নে-ক বিষয় রয়ে গেছে যেগুলো নিয়ে গবেষনা করা যায়। কোরান কি বলেছে যে, ইংরেজী শেখা যাবে না, বিজ্ঞান পড়া যাবে না, যুক্তি-তর্ক করা যাবে না, আকাশ-মহাকাশ-গ্রহ-নক্ষত্র নিয়ে গবেষনা করা যাবে না, স্টেম্ সেল্ নিয়ে গবেষনা করা যাবে না? বরং এগুলোর ব্যাপারে কোরান মানুষকে উৎসাহিত'ই করেছে। সমালোচনার অবশ্য অবশ্যই দরকার আছে। সমালোচনা ছারা কোন সমাজই অগ্রসর হতে পারে না। তবে শুধুই হাদিস বা মুসলিমদের কার্য্যকলাপের উপর ব্যাসিস করে কোরান/মুহাম্মদের সমালোচনা করা মনে হয় কিছুটা অযৌক্তিক।

এই মহাবিশ্বের ক্রিয়েটর আছে কি নেই তা আমরা এখনও নিশ্চিৎভাবে জানি না (পক্ষে-বিপক্ষে অনেক যুক্তিই এসেছে কিন্তু অনেকেই মনে করছেন এই যুক্তিগুলি গ্রহন করার মত যথেষ্ঠ নয়)। আবার, যদি ক্রিয়েটর থেকেই থাকেন সেক্ষেত্রে ও কোরান সহ অতীতের সকল ধর্ম-গ্রন্থ সেই ক্রিয়েটরের'ই বানী কি না সেটাও আমরা নিশ্চিৎভাবে জানি না (এক্ষেত্রে ও পক্ষে-বিপক্ষে অনেক যুক্তিই আসছে কিন্তু অনেকেই মেনে নিতে পারছে না)। উপরের দুটি প্রতিপাদ্য'ই যখন নিঃসন্দেহে প্রমানিত হয়নি তখন সচেতন এবং সাধারণ মানুষ হিসাবে আমরা যে কোন একটিকে ধরে নিতে পারি, ভুল সাপোজিশনের জন্য কোরানে কোন রকম পার্থিব শাস্তির বিধান নেই।

তবে ধর্ম-গ্রন্থগুলোকে মানুষের লিখা হিসাবে ধরে নিলে কিন্তু সব কিছুরই উত্তর মেলে, সবকিছুই মিনিংফুল মনে হয়। **আর যারা ইতোমধ্যে ধর্ম-গ্রন্থগুলোকে মানুষের লিখা হিসাবে ধরেই নিয়েছেন তাদের কিন্তু মুহাম্মদের বিরুধ্যে আলী সিনার উত্থাপিত "Bizarre Characteristics" গুলোর সাথে একমত হওয়ার কোনই সুযোগ নেই!** কারণ, সেক্ষেত্রে মুহাম্মদকে দেখতে হবে সম্পূর্ণভাবে শপ্তম শতাব্দীর পয়েন্ট অব্ ভিউ থেকে। **অথচ, আলী সিনা শপ্তম শতাব্দীর একজন মানুষকে একবিংশ শতাব্দীতে টেনে নিয়ে এসে, বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই অযৌক্তিক/অনৈতিকভাবে হাদিস/বায়োগ্রাফির আশ্রয় নিয়ে, সভ্য/মডার্ণ যুগের কিছু টার্ম ব্যবহার করে বিচার করছে!** কতটুকু যৌক্তিক?

অনেকদিন থেকেই যেন একটা ফ্যাশন লক্ষ্য করছি। যারাই ধর্মের 'স্বপক্ষে' কথা বলছে (হোক না সে ইন্নোসেন্ট) তাদেরকেই ইসলামিস্ট, পাকিস্থানের দালাল, রাজাকার ইত্তাদি 'বিশেষণে' ভূষিত করা হচ্ছে। আর আলী সিনার ভাষায় তারা হয়ে যাচ্ছে Terrorist, Foolhardy, Brain dead আরো কত কি (আলী সিনা লজিক্যাল ফ্যালাসি লজিক্যাল ফ্যালাসি বলে মুখে ফেনা তোলে, আবার সেই আলী সিনাই লজিক্যাল ফ্যালাসির মাস্টার। সব সময় মেসেঞ্জারদের গালিগালাজ করে যাচ্ছে, এ্যাড্ হোমিনেম)। আবার যারাই ধর্মের 'বিপক্ষে' কথা বলছে (হোক না সে ইন্নোসেন্ট) তাদেরকেই ইসলামের শত্রু, দেশের শত্রু, ভারতের চর ইত্তাদি বলা হচ্ছে। এসবের অবসান হওয়া দরকার। পৃথিবীতে বাংলাদেশীরা'ই মনে হয় একমাত্র জাতী যারা দুটো দেশ (ভারত/পাকিস্থান) নিয়ে পক্ষে/বিপক্ষে দিন রাত কালানিপাত করে যাচ্ছে এবং এর সাথে ধর্মকে ও জুড়ে দিচ্ছে।

Please go on for the last part ...

জানি, বড় বড় 'পন্ডিতরাও' সাহস করে বলতে পারছে না কারণ তাদের মস্তক 'প্রচলিত বিশ্বাস', 'হাদিস', 'শারিয়া', 'দোযখের ভয়', আর 'ঘৃণা' দিয়ে ভর্তি! এ আমার ক্ষুদ্র প্রয়াস মাত্র ...

রিয়্যাল ইসলাম ও মুসলিমঃ

১। ইসলাম (Peacefulness) টার্ম'টা সার্বজনীন, কারো পৈত্রিক সম্পত্তি নয়।

২। কোন ধর্ম'ই অন্য কোন ধর্মকে ছোট করে দ্যাখে না। কোন মহাপুরুষ'ই (আব্রাহাম, মোজেস, কৃষ্ণ, বুদ্ধা, কনফিউসিয়াস, জিসাস ক্রাইষ্ট, মুহাম্মদ, আরো অনেকে) অন্য কোন মহাপুরুষকে ছোট করে দ্যাখেন নাই।

৩। কোন মহাপুরুষ'ই ভুলের উর্ধে ছিলেন না।

৪। যুগের সাথে তাল রেখে কমন-সেন্স এ্যাপ্লায় করে ধর্মের নির্জাস নেওয়াটাই হচ্ছে প্রকৃত ধর্ম, A Realistic/Scientific way.

৫। ইসলাম কোন 'রিচুয়ালিসটিক ধর্ম' নয়।

৬। প্রচলিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, পূজা-পার্বণ, মক্কা-মদিনা-জেরুজালেম-গয়া-কাশি-বৃন্দাবন ভ্রমণ, শীবলিঙ্গ-কালো পাথরের পূজা ... এগুলো সবই 'রিচুয়ালিসটিক ধর্ম'; মহাপুরুষরা এগুলোর বিরুধ্যে ছিলেন।

৭। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে যে Peaceful এবং Righteous লাইফ লিড করে সে'ই মুসলিম (One who is at peace)।

৮। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে যে Pure Commitments অনুযায়ী চলে সে'ই মুসলিম।

৯। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে যে সমাজে সত্য এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করে সে'ই মুসলিম।

১০। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে যে মানুষকে সাহায্য করে সে'ই মুসলিম।

কিছু মানুষকে সাক্ষী রেখে 'সাহাদা' পড়ে আনুষ্ঠানিকভাবে 'মুসলিম' হতে হবে এরকম কোন কথা কোরানে নেই। কোরানে 'রিচুয়ালিসটিক' Conversion-এর কোন কনসেপ্ট'ই নেই!

যে ধর্ম-গ্রন্থ বা ক্রিয়েটরে বিশ্বাস করে না তার বোঝা-পড়া শুধুই ক্রিয়েটরের সাথে। ধর্ম-ব্যবসায়ীদের এ দায়ীত্ব দেওয়া হয়নি।

সুন্দর করে গুছিয়ে লিখতে পারলাম না। আমার সাথে অনেকেই হয়ত এক-মত হবেন না, তবে কোন রকম ভুল-ভ্রান্তি থাকলে শুধরে দিলে বাধিত হব। আমি বিশেষভাবে জামিলুল বাসার সাহেবকে অনুরোধ করব এ লেখার উপর মন্তব্য করার জন্য। তাছারাও যে কেহ মন্তব্য করতে পারেন।

ধন্যবাদ।

রায়হান

ahumanb@yahoo.com